মানিলণ্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা

Money Laundering Protirodh Rules, 2019

[13th February, 2019]

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অনুসন্ধান"** অর্থনিয়মিত মামলা বা এজাহার রুজুর পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগ বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রাথমিক সত্যতা বা সঠিকতা নিরূপণে গৃহীত ব্যবস্থাদি;

(খ) **"অনুসন্ধানকারী সংস্থা"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত তালিকা-১ এ উল্লিখিত সংস্থা;

(গ) **"অভিযোগ"** অর্থ আইনে বর্ণিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা বা কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মৌখিক, লিখিত বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত অভিযোগ;

এসআরও নং-৩০ আইন/২০১৯।—মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা: —

(ঘ) **"আইন"** অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন);

(ঙ) **"আইন প্রয়োগকারী সংস্থা"** অর্থ আইন ও এই বিধিমালার অধীন তদন্তকারী সংস্থা;

(চ) **"আইনি ব্যবস্থা (Legal Arrangment)"** অর্থ আইন বা চুক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট বা অন্যান্য সমজাতীয় আইনগত ব্যবস্থা;

(ছ) **"আইনি সত্তা (Legal Person)"** অর্থ ব্যক্তি (Natural Person) ব্যতীত এমন কোন সত্তা যাহা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে বা অন্য কোনভাবে সম্পদ অর্জন বা সম্পদেও লাভ করিতে পারে, এবং কোনো কোম্পানি, কর্পোরেট সংস্থা, ফাউন্ডেশন, স্থাপনা (Installation), যৌথ অংশীদারি কারবার বা সমিতি ও সমজাতীয় অন্যান্য সত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) **"আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ—

(অ) আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ঈ), (উ) ও (ঊ) অনুযায়ী নির্ধারিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(আ) আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (ঋ) অনুযায়ী নির্ধারিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন; এবং

(ই) আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (ই) অনুযায়ী নির্ধারিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) **"ইতিবাচক পদক্ষেপের ভুল প্রয়োগ (False Positive)"** অর্থ এইরূপ কার্যক্রম যাহাতে কোনো হিসাব প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে অবরুদ্ধ বা স্থগিত করা হইলেও পরবর্তী পর্যালোচনা বা অতিরিক্ত বিশ্লেষণে উক্ত অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণ সঠিক হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

(ঞ) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ—

(অ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এ উল্লিখিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য এবং উক্ত দুইটি আইনের আওতায় দাখিলকৃত সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট;

(আ) উক্ত আইন দুইটিতে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা; এবং

(ই) তথ্য, সাক্ষ্য বা অন্যান্য পারস্পরিক আইনগত সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাধ

সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত 'কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ';

(ট) **"কার্যকর নিয়ন্ত্রণ"** অর্থ এমন অবস্থা যাহাতে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত পরোক্ষভাবে ধারাবাহিক মালিকানা প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়;

(ঠ) **"কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স"** অর্থ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স;

(ড) **"গোপনীয় বিষয়"** অর্থ বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত কোন সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন [Suspicious Transaction Report (STR)] বা সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন [Suspicious Activity Report (SAR)], মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক গোপনীয় হিসাবে চিহ্নিত কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা, বিদেশি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হইতে প্রাপ্ত তথ্য বা প্রতিবেদন অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক গোপনীয় হিসাবে চিহ্নিত কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন;

(ঢ) **"তদন্ত"** অর্থ মানিলন্ডারিং ও সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে বিচারার্থে মামলা দায়ের করিবার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তদন্তকারী সংস্থা বা তদন্তকারী সংস্থা হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(ণ) **"তদন্তকারী সংস্থা"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঠ) অনুসারে এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত তালিকা- ১ এ উল্লিখিত সংস্থা;

(ত) **"দুর্নীতি দমন কমিশন"** অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন;

(থ) **"নগদ লেনদেন বিবরণী"** অর্থ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত নগদ লেনদেন বিষয়ক বিবরণী;

(দ) **"নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিবন্ধন বা লাইসেন্স প্রদানের অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধান বা তদারকীর জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(ধ)**"প্রাথমিক তথ্য"** অর্থ আইনে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অনুসন্ধানকারী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য যাহার ভিত্তিতে অনুসন্ধান বা তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ন) **"প্রকৃত সুবিধাভোগী"** অর্থ বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(প) **"বাহ্যিক উপস্থিতি (Physical Presence)"** অর্থ কোনো দেশের অভ্যন্তরে কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থবহউপস্থিতিসহ ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা থাকা, তবে কেবল স্থানীয় এজেন্ট বা নিম্নপদস্থ কোনো কর্মচারীর অস্তিত্ব দ্বারা এইরূপ বাহ্যিক উপস্থিতি বুঝাইবে না;

(ফ) **"বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ"** অর্থ আইনের ধারা ২৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট;

(ব) **"যুগপৎ তদন্ত (Parallel Investivation)"** অর্থ সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তের পাশাপাশি মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা অন্য কোনো আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত তদন্ত;

(ভ) **"রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশা (Designated Non-Financial Business and Professions) "** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (ঐ) হইতে (অঅ) এ উল্লিখিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা;

(ম) **"রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (অ) হইতে (ঋ) এ উল্লিখিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা;

(য) **"শেল ব্যাংক (Shell Bank)"** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যাংক যাহা যে দেশে নিবন্ধিত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত সেইদেশে তাহার কোনো শাখা বা কার্যক্রম নাই এবং যাহা কোনো নিয়ন্ত্রিত আর্থিক গ্রুপ (Regulated Financial Group) ভুক্তও নয়;

(র) "সন্দেহজনক কার্যক্রম" অর্থ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিএফআইইউ কর্তৃক,সময় সময়,সংজ্ঞায়িত কোনো সন্দেহজনক কার্যক্রম;

(ল) **"সন্দেহজনক লেনদেন"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (য) এ সংজ্ঞায়িত কোনো লেনদেন;

(শ) **"স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা"** অর্থ পেশাজীবীদের (যেমন-আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইন পেশাজীবী বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট) দ্বারা গঠিত কোনো সংস্থা যাহা সংশ্লিষ্ট পেশার প্রতিনিধিত্ব করে, চর্চা করে এবং কোনো পর্যায়ে সদস্য পেশাজীবীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান বা তদারকী কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং যাহা উহার সদস্যগণের পেশাগত মান বা চর্চার ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখিবার জন্য নিজস্ব বিধি প্রয়োগের বিষয় নিশ্চিত করে; এবং

(ষ) **"হিসাব"** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সহিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত সম্পর্ক।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থে গৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তার দায় দায়িত্ব

৩। জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন, কার্যপরিধি, সভা ইত্যাদি।— (১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিম্নরূপে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা: —

(ক) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় - সভাপতি;

(খ) চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন - সদস্য;

(গ) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় - সদস্য;

(ঘ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল - সদস্য;

(ঙ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক - সদস্য;

(চ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ছ) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(জ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঝ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঞ) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ট) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঠ) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড - সদস্য;

(ড) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন - সদস্য;

(ঢ) মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ - সদস্য; এবং

(ণ) প্রধান কর্মকর্তা, বিএফআইইউ - সদস্য সচিব।

(২) জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন;
(খ) প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
(গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;
(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান পর্যালোচনা এবং উক্ত মানদন্ড বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) সময় সময় বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এবং কমিটির কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদন ও কার্যপরিধি বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান;

(চ) বিএফআইইউ, তদন্তকারী সংস্থা ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার বাৎসরিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা হইতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তদানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(জ) কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান।

(৩) কমিটি, প্রয়োজনে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিপত্র জারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে কো-অপট (co-opt) করিতে পারিবে।

(৪) কমিটি বৎসরে অন্যূন ৩ (তিন) টি সভায় মিলিত হইবে, তবে প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি, যে কোনো সময়, সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৫) কমিটি উহার নিজস্ব পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) যদি কোনো কারণে সভাপতি কোনো সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সভাপতি কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) বিএফআইইউ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। ওয়ার্কিং কমিটি (Working Committee)।— (১) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপে একটি ওয়ার্কিং কমিটি থাকিবে, যথা: —

(ক) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সভাপতি;

(খ) প্রধান কর্মকর্তা, বিআইএফইউ - সদস্য;

(গ) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় - সদস্য;

(ঘ) যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ - সদস্য;

(ঙ) যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(চ) মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ছ) যুগ্ম-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(জ) যুগ্ম-সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঝ) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ - সদস্য;

(ঞ) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো - সদস্য;

(ট) মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন - সদস্য;

(ঠ) রেজিস্ট্রার, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য;

(ড) সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড - সদস্য;

(ঢ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ - সদস্য;

(ণ) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) - সদস্য;

(ত) সদস্য, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ - সদস্য;

(থ) সদস্য, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন - সদস্য;

(দ) এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি - সদস্য;

(প) রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস এর দপ্তর - সদস্য;

(ফ) ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল-এর কার্যালয় - সদস্য; এবং

(ব) যুগ্ম-সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য সচিব।

(২) ওয়ার্কিং কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা: —

(ক) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং উহা জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন কার্যকরভাবে তদারকী;

(গ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এবং তথ্য বিনিময় বৃদ্ধি ও সহজীকরণ;

(ঘ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ;

(ঙ) জাতীয় সমন্বয় কমিটির জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং কমিটিকে সহায়তা প্রদান; এবং

(চ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন।

(৩) ওয়ার্কিং কমিটি, প্রয়োজনে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিপত্র জারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে কো-অপট (co-opt) করিতে পারিবে।

(৪) ওয়ার্কিং কমিটি বৎসরে অন্যূন ৩ (তিন) টি সভায় মিলিত হইবে, তবে প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি, যে কোনো সময়, সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৫) ওয়ার্কিং কমিটি উহার নিজস্ব পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) যদি কোনো কারণে সভাপতি কোনো সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সভাপতি কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) বিএফআইইউ ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৫। প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তা (Primary Contact Person) মনোনয়ন ও তাহার দায়-দায়িত্ব।—(১) অবাধ তথ্য প্রবাহ, আন্তঃমন্ত্রণালয় বা আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ৩ ও ৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে 'প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তা' (Primary Contact Person) হিসাবে মনোনীত করিয়া বিএফআইইউ-কে অবহিত করিবে এবং বিএফআইইউ পত্র মারফত মনোনীত প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তাগণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সকল প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করিবে।

(২) প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তার নিম্নরূপ দায়িত্ব থকিবে, যথা: —

(ক) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে স্বীয় মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ;

(খ) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময়;

(গ) সংশ্লিষ্টদের জন্য সভা, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার বা কনফারেন্স আয়োজন;

(ঘ) এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং, দাতা সংস্থা বা ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্ক ফোর্স এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বিএফআইইউকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

তৃতীয় অধ্যায়

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব

৬। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ প্রতিপালন কাঠামো।—(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বিএফআইইউ-এর নির্দেশনাবলির সমন্বয়ে প্রতিটি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকিবে যাহা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উক্ত নীতিমালা মালিক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে যাহার সহিত মালিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে এবং রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-

আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত নীতিমালা প্রতিপালনের বিষয়ে তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা, সময় সময়, পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিটি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজস্ব প্রতিপালন কর্মসূচি থাকিবে যাহাতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিপালন ব্যবস্থাপনার জন্য বিএফআইইউ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিপালন কর্মকর্তা মনোনয়ন, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নিয়োগে প্রয়োজনীয় যাচাই প্রক্রিয়া, কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ও স্বাধীন বা নিরপেক্ষ নিরীক্ষা ব্যবস্থার বিধান থাকিবে।

(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (১) ও (৩) এ বর্ণিত প্রতিপালন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রুপভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান, শাখা বা সাবসিডিয়ারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করিবে।

(৫) এইরূপ গ্রুপভিত্তিক প্রতিপালন নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তথ্য, অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমের তথ্য, মানিলন্ডারিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার তথ্যসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য আবশ্যক সকল তথ্য, প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করে, নিজেদের মধ্যে বিনিময় করিবার বিধান থাকিবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং, ওয়ার ট্রান্সফার বা গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভরকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি বা বিএফআইইউ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া নিজেদের মধ্যে বিনিময় করিতে পারিবে।

(৭) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিদেশে অবস্থিত তাহাদের শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) ও উক্ত আইনের আওতায় জারিকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধানাবলি এবং বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত নির্দেশনার যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে।

(৮)বিদেশে অবস্থিত শাখা বা সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো কারণে আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) ও উক্ত আইনের আওতায় জারিকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধান এবং বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থানার জন্য প্রযোজ্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রতিপালনের অপারগতার কারণ উল্লেখপূর্বক অবিলম্বে বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

৭। গ্রাহকের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Customer Due Diligence)।— **(১)** রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো হিসাব খুলিতে পারিবে না বা চালু রাখিবে না এবং বেনামে, ছদ্মনামে বা সংখ্যাযুক্ত হিসাব রোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করিবে।

(২) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করিবে, যথা: —

(ক) ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত লেনদেনের (অনিয়মিত এক বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে) মাত্রার অধিক লেনদেন করিবার সময়;

(গ) ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে অনিয়মিত (Occasional) লেনদেন সম্পাদনের সময়;

(ঘ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ হইলে; এবং

(ঙ) ইতঃপূর্বে গ্রাহক পরিচিতি বিষয়ক গৃহীত তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা বা সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হইলে।

(৩) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

(ক) সকল গ্রাহকের, নিয়মিত বা অনিয়মিত এবং ব্যক্তি বা আইনি সত্তা (legal person) বা আইনি ব্যবস্থাধীন (legal arrangement) যাহাই হউক না কেন, পরিচিতি গ্রহণ করিবে এবং নির্ভরযোগ্য, স্বাধীন উৎস হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি, তথ্য বা উপাত্ত ব্যবহার করিয়া গ্রাহকের পরিচিতির সঠিকতা যাচাই করিবে;

(খ) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতিমূলক তথ্য গ্রহণ করিবে এবং নিজস্ব সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকৃত সুবিধাভোগীর তথ্যাদি যাচাই করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হইবে;

(ঘ) গ্রাহকের সহিত তাহার ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধরন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবে;

(ঙ) গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ, গ্রাহকের ঝুঁকির মাত্রা ও ধরন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থের উৎসের সহিত অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত করিবার জন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা চলমান রাখিবে; এবং

(চ) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের বিদ্যমান তথ্যাদি নিয়মিত মূল্যায়ন, পর্যালোচনা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া হালনাগাদ রাখিবে।

(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসার প্রকৃতি এবং উহার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং নিম্নলিখিত তথ্যাদির মাধ্যমে আইনি সত্তা এবং আইনি ব্যবস্থানাধীন গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই করিবে, যথা:—

(ক) যে সকল দলিলের মাধ্যমে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে;

(খ) নাম, আইনগত সম্পর্কের ধরণ এবং অস্তিত্বের প্রমাণ;

(গ) যে ক্ষমতাবলে আইনি ব্যক্তি বা আইনি ব্যবস্থানাধীন গ্রাহক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তৎসহ উক্ত আইনি ব্যক্তি বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পদে অধিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম; এবং

(ঘ) নিবন্ধিত দপ্তরের ঠিকানা, এবং নিবন্ধিত দপ্তরের ঠিকানা ভিন্ন হইলে, উক্ত ব্যবসার মূল কেন্দ্রের ঠিকানা।

(৫) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত তথ্যের মাধ্যমে আইনি সত্তার প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতি যাচাইয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা: —

(ক) আইনি সত্তায় যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা বা স্বার্থ রহিয়াছে তাহার বা তাহাদের পরিচয়;

(খ) যেক্ষেত্রে দফা (ক)-এ উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত সুবিধাভোগী কিনা সেই বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে অথবা যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মালিকানা স্বার্থের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে আইনি সত্তার উপর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের, যদি থাকে, পরিচিতি অন্যবিধ উপায়ে সনাক্ত করিতে হইবে; এবং

(গ) উপরি-উল্লিখিত দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোনো ব্যক্তি চিহ্নিত না হইলে, ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদে আসীন সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত তথ্যাদির মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ ও তাহার পরিচয় যাচাইয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা: —

(ক) ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সেট্‌লার, ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ, প্রটেক্টর, যদি থাকে, সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগী

শ্রেণি, এবং অন্য কোনো ব্যক্তি যে ট্রাস্টের উপর মালিকানা অথবা ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানার (Chain of control/ownership) মাধ্যমে প্রকৃত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের পরিচয়; এবং

(খ) অন্য কোনো প্রকার আইনি ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে, সম পর্যায়ের বা সম পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গের পরিচয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করিয়া ট্রাস্টির সুবিধাভোগী চিহ্নিত করা হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত সুবিধাভোগী শ্রেণি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিবে যাহাতে সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানকালে বা সুবিধাভোগী তাহার অধিকার আদায় করিতে চাহিলে যেন তাহাদেরকে চিহ্নিত করিতে পারে।

(৭) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক এবং গ্রাহকের প্রকৃত সুবিধাভোগীর জন্য প্রযোজ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জীবন বিমা, সাধারণ বিমা এবং অন্যান্য বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিমা পলিসির সুবিধাভোগীদের জন্য নিম্নরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) বিশেষভাবে চিহ্নিত ব্যক্তি, আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিবে;

(খ) বিভিন্ন নির্দেশক, বৈশিষ্ট্য বা শ্রেণি বা অন্য উপায়ে চিহ্নিত সুবিধাভোগীর জন্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য অর্থ প্রদানকালে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা মোতাবেক সুবিধাভোগীর পরিচিতি নিশ্চিতকরণে উক্ত সুবিধাভোগী সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে; এবং

(গ) উপরি-উল্লিখিত দফা (ক) ও (খ) উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ প্রদানকালে সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাই করিবে।

(৮) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান জীবন বিমা পলিসির সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য কিনা তাহা নির্ধারণে সুবিধাভোগীকে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির নির্ণায়ক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং যদি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সুবিধাভোগী কোনো আইনি ব্যক্তি বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বলিয়া নির্ধারণ করে, তাহা হইলে অর্থ প্রদানকালে উহা বিমা পলিসির সুবিধাভোগীর প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাইকরণে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থাদিসহ অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। যাচাইয়ের সময়।— (১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক ও তাহার প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি গ্রাহকের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অথবা স্থাপনের পূর্বে এবং অনিয়মিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে লেনদেন পরিচালনাকালে তাহার পরিচয় যাচাই করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি নাই বা চিহ্নিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান অথবা যেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিঘ্নিত বা বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন হইবে না, সেইক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপনের পর দ্রুততম সময়ে পরিচিতি যাচাই করিতে হইবে।

৯। বিদ্যমান গ্রাহক।—বিদ্যমান গ্রাহকের ঝুঁকি, গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পূর্বে কখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং কী ধরণের বা কী পরিমাণ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা বিবেচনাক্রমে বিদ্যমান গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা পুনর্মূল্যায়ন করিবার সময় নির্ধারণ করিতে হইবে।

১০। ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যবস্থা (Risk Based Approach)।— (১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উহার ব্যবসার প্রকৃতি, গ্রাহক, পণ্য বা সেবা, দেশ বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে যাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হইবে।

(২) ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন অনুসারে যেক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উচ্চ ঝুঁকি চিহ্নিত হইবে, সেইক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Simplified Customer Due Diligence) গ্রহণ করা যাইবে, তবে তাহা অবশ্যই নিম্ন ঝুঁকির নির্দেশকের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সন্দেহের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট উচ্চ ঝুঁকির পরিস্থিতিতে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১। সন্তোষজনক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে করণীয়।—যেক্ষেত্রে কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা বাস্তবায়নে অসমর্থ হইবে, সেইক্ষেত্রে উহা:

(ক) গ্রাহকের হিসাব খুলিবে না, ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করিবে না, লেনদেন সম্পাদন করিবে না বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাতিল করিবে; এবং

(খ) এইরূপ গ্রাহক, সম্ভাব্য গ্রাহক, প্রত্যাখাত ব্যক্তি বা সত্তা সম্বন্ধে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন বা সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

১২। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও তথ্য ফাঁস (tipping off)।—যে ক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সন্দেহ করে এবং তাহাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত ধারণা জন্মে যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সতর্ক হইয়া যাইবে, সেইক্ষেত্রে তাহারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া বিএফআইইউ এর নিকট সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১৩। নথি সংরক্ষণ (Record keeping)।—রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইবার সময় হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা কোনো একক লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেন সম্পাদনের তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়ের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল লেনদেনের প্রয়োজনীয় রেকর্ড নিম্নরূপে সংরক্ষণ করিবে, যথা:—

(ক) লেনদেনের রেকর্ড এইরূপে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনে উহা অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে প্রামাণিক দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যায়;

(খ) সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রাহকের সকল রেকর্ড, হিসাবের রেকর্ড বা নথি, ব্যবসায়িক যোগাযোগের পত্রাদি এবং গৃহীত কোনো বিশ্লেষণের ফলাফল, ব্যবসায়িক সম্পর্ক সমাপ্ত হইবার বা অনিয়মিত লেনদেন সংঘটনের পর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তথ্য এবং লেনদেনের রেকর্ড বিএফআইইউ-এর নিকট বা যথাযথ আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট কোনো তদন্তকারী সংস্থার নিকট দ্রুত ও সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট হিসাব বা লেনদেনের তথ্য ও দলিলাদি মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৪। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশা।— (১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে বিধি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ এ বর্ণিত গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) যখন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার রিয়েল এস্টেট ক্রয়-বিক্রয় করে;

(খ) যখন মূল্যবান ধাতু এবং মূল্যবান পাথরের ডিলার গ্রাহকের সাথে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ নগদ অর্থ অথবা বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ লেনদেনে নিযুক্ত বা সম্পৃক্ত থাকে;

(গ) যখন আইনজীবী, নোটারী বা অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমে গ্রাহকের পক্ষে লেনদেন সম্পাদন করে বা লেনদেনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যথা:—

(অ) রিয়েল এস্টেট ক্রয়-বিক্রয়;

(আ) গ্রাহকের টাকা, সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা;

(ই) ব্যাংক, সঞ্চয় বা সিকিউরিটিজ হিসাব ব্যবস্থাপনা;

(ঈ) কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালন; এবং

(উ) আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক সত্তা ক্রয়-বিক্রয়।

(ঘ) যখন নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ডে কোনো ট্রাস্ট বা কোম্পানি সেবাদাতা গ্রাহকের পক্ষে কোনো লেনদেন সম্পাদন করে বা লেনদেনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যথা—

(অ) আইনি সত্তা প্রতিষ্ঠাকারী এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(আ) পরিচালক বা কোম্পানি সচিব বা অংশীদারি ব্যবসার অংশীদার হিসাবে বা অন্যান্য আইনি সত্তার ক্ষেত্রে সমজাতীয় পদের ন্যায় দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করিবার ব্যবস্থা করে;

(ই) কোনো কোম্পানি বা অংশীদারি ব্যবসা বা অন্য কোনো আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত অফিস, ব্যবসায়িক ঠিকানা বা বাসস্থান, ব্যবসার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক ঠিকানা প্রদান;

(ঈ) কোনো ঘোষিত ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থার পক্ষে সমজাতীয় দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করিবার ব্যবস্থা করে; এবং

(উ) অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে নমিনী শেয়ার হোল্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করিবার ব্যবস্থা করে।

(২) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদর্শিত অবস্থাধীনে বিধি ১৩ এ প্রদর্শিত নির্দেশনা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী আবশ্যকীয় রেকর্ড সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রতিপালন করিবে।

(৩) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অবস্থাধীনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিদেশি Politically Exposed Persons (PEPs)-এর জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করিবে।

(৪) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অবস্থাধীনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি প্রতিপালন করিবে।

(৫) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অবস্থাধীনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি প্রতিপালন করিবে।

১৫। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করিবার বাধ্যবাধকতা।— (১) আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবীর জন্য নিম্নবর্ণিত উপযুক্ততার ভিত্তিতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিলের বাধ্যবাধকতা প্রয়োগযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী এবং চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট যখন কোনো গ্রাহকের পক্ষে বা কোনো গ্রাহকের জন্য বিধি ১৪ এর উপ-বিধি ১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেনে নিয়োজিত থাকে;

(খ) যখন মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ডিলার গ্রাহকের সহিত ১০ (দশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অথবা বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মূল্যমানের বাংলাদেশি টাকার নগদ লেনদেন করে;

(গ) যখন ট্রাস্ট বা কোম্পানি সেবা প্রদানকারী গ্রাহকের পক্ষে বা গ্রাহকের জন্য বিধি ১৪ এর উপ-বিধি ১ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কিত কোনো লেনদেনে জড়িত থাকে।

ব্যখ্যা।— এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী বা চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী হিসাবে কর্মরত পেশাজীবীগণ যেক্ষেত্রে তাহাদের পেশাগত গোপনীয়তা বা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত আইনানুগ পেশার সূত্রে প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে তাহাদেরকে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত বিধান সাধারণভাবে আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী বা চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট তাহাদের গ্রাহকের মাধ্যমে বা গ্রাহকের নিকট হইতে

(ক) গ্রাহকের আইনি অবস্থান নিশ্চিতকরণকালে, অথবা

(খ) বিচারিক, প্রশাসনিক, সালিসী বা মধ্যস্থতাকরণ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের পক্ষে বিবাদী হিসাবে বা প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত তথ্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থায়, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত বিষয়াদি প্রতিপালন করিবে।

(৩) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থায়, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসাও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত উচ্চ নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পন্ন দেশের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ মানিয়া চলিবে।

(৪) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থায়, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত গোপন তথ্য ফাঁস না করা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ মানিয়া চলিবে, কিন্তু যেইক্ষেত্রে আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী বা চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট কোনো গ্রাহকের অবৈধ কর্মকাণ্ড নিবারণে চেষ্টা করে, সেইক্ষেত্রে উহা তথ্য ফাঁসের সামিল হইবে না।

১৬। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organization-NPO), বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organization- NGO) বা সমবায় সমিতি (Cooperative Societies)।— (১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সমবায় সমিতি নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) স্বীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ;

(খ) সংস্থার কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, নির্বাহী কমিটি, ট্রাস্টি বোর্ড বা অন্যান্য) পরিচিতি, দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(গ) দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত তথ্যাদি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ জনসাধারণের জন্য রাখা;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বীয় বৈদেশিক শাখার কার্যক্রম ও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ঙ) যে সকল গ্রাহকের অনাদায়ী ঋণ বা জমার স্থিতি বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সীমার বা তদপেক্ষা অধিক হয়, সেইসকল গ্রাহকের পরিচিতিমূলক সহায়ক দলিলাদিসহ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(চ) গ্রাহকের সহিত সম্পর্ক অবসান হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর উক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ;

(ছ) যে সকল প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক সাহায্য, মঞ্জুরি, অনুদান বা ঋণ গ্রহণ করে সেই সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনাদায়ী ঋণ বা সঞ্চয় স্থিতি সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত বিধি অনুসরণপূর্বক তথ্য সংরক্ষণ;

(জ) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়ক দলিলাদি, নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, সকল সেক্টরের ব্যাখ্যামূলক নোটসমূহ ও অন্যান্য তথ্য ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ;

(ঝ) যে সকল গ্রাহকের লেনদেন বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের সমান বা তদপেক্ষা অধিক হয়, সেই সকল লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদন;

(ঞ) ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, নির্বাহী কমিটি বা ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য, যে নামেই অবহিত করা হউক না কেন, সকল তহবিলের ব্যয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মর্মে নিশ্চিত করা এবং এই লক্ষ্যে বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন;

(ট) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১২৬৭, ১৩৭৩, ও ১৭১৮ সহ অন্যান্য রেজুলেশন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো তহবিল গ্রহণ না করা বা তাহাদের প্রয়োজনে কোনো তহবিল সংগ্রহ, কোনো আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থা বা তাহাদের হিসাব পরিচালনা না করা;

(ঠ) Financial Action Task Force এর Public Statement এর অধীন কোনো দেশ বা দেশের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে তহবিল গ্রহণের সময় ঝুঁকি বিবেচনায় অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(ড) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক তাহাদের দাতাগণের পরিচিতিমূলক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ঢ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণ হইতে বিরত রাখা এবং গৃহীত ছাড়পত্র সংরক্ষণ;

(ণ) গ্রাহককে প্রদত্ত তহবিল যাহাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তাহাদের নিকট কোনো ঘটনা বা লেনদেন সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত হইলে বা ধারণা হইলে উহা বিএফআইইউ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা;

(ত) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান ব্যবস্থার সহিত সাংঘর্ষিক কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দাতা কর্তৃক অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা অন্য কোনো সন্দেহ থাকিলে অবিলম্বে তাহা বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা; এবং

(থ) বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সকল তথ্য এবং কাগজপত্র বা দলিলাদি বিএফআইইউ বরাবরে সরবরাহ করা।

ব্যাখ্যা।—দফা (ঙ) ও (চ) এ উল্লিখিত "গ্রাহক" অর্থে সংস্থার সুবিধাভোগী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা অন্যান্য সংস্থাকে বুঝাইবে।

১৭। **উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ**।— **(১)** Financial Action Task Force বা কোনো আন্তর্জাতিক

সংস্থা কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে জনসমুক্ষে প্রকাশিত দেশের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঐ দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

১৮। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং।— **(১)** রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে সন্দেহজনক লেনদেন বা কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বিএফআইইউ এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর আওতায় দাখিলকৃত সন্দেহজনক লেনদেন বা বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না এবং সন্দেহজনক লেনদেন বা কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ আইনের ধারা ৬ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর গঠন, দায়-দায়িত্ব, কর্মপদ্ধতি

১৯। কার্যক্রম সম্পাদনে স্বাধীনতা।— (১) আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে বিএফআইইউ অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ প্রভাব বা হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) আইনানুগ কারণ ব্যতীত বিএফআইইউকে অন্য কোনো দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা অথবা যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হইতে বিরত রাখা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা প্রশাসনিক বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ধারার দফা (গ) এ বর্ণিত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গভর্নরের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

২০। জবাবদিহিতা।— (১) বিএফআইইউ প্রতি বৎসর উহার কার্যাবলি সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে এবং তাহা গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(২) জাতীয় সংসদ ও তদোধীন গঠিত বিভিন্ন কমিটির যাচনার সূত্রে বিএফআইইউ উহার কার্যক্রমের গোপনীয়তার বিধান সংরক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) সরকারি অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার ন্যায় বিএফআইইউ মাসিক ভিত্তিতে তদ্‌কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মন্ত্রণালয় বা সরকারি অন্য কোনো সংস্থায় প্রেরিত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করিবে।

২১। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে কতিপয় প্রাধিকার।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিএফআইইউ যে কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নিকট মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে।

(২) বিএফআইইউ এর অভ্যন্তরীণ ব্যয় ব্যতীত উহার 'গোপনীয় বিষয়' বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হইবে না; তবে বিএফআইইউ প্রধান কর্তৃক মনোনীত তাহার অধস্তন কর্মকর্তাগণের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক গোপনীয় বিষয়সমূহে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিয়মিত বা বিএফআইইউ প্রধান কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক তাহার নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে।

(৩) বিএফআইইউ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত হইবে এবং ইহা সরকার নির্ধারিত Key Point Installation (KPI) শ্রেণির নিরাপত্তা ভোগ করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক বাস্তব ও যৌক্তিক নিরাপত্তা প্রদান করিবে।

২২। বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি।— (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদায় বিএফআইইউ এর একজন প্রধান কর্মকর্তা থাকিবে যিনি উপ-বিধি (৭) অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, চুক্তিভিত্তিক বা অন্যবিধভাবে বিএফআইইউ এর নির্বাহী প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) প্রধান কর্মকর্তা বিএফআইইউ এর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) প্রধান কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদির অনুরূপ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বিধি ২৩ এর বিধান সাপেক্ষে প্রধান কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও তাহার চাকরির মেয়াদের ক্ষেত্রে, সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) বা, ক্ষেত্রমত, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন অনুসরণীয় হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(৬) প্রধান কর্মকর্তা, বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) সাপেক্ষে, বিএফআইইউ এর কার্যক্রমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৭) বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগের সুপারিশের জন্য গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা: —

(ক) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক - সভাপতি;

(খ) সচিব/অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় -সদস্য;

(গ) সচিব/অতিরিক্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য;

(ঘ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত আর্থিক খাতের একজন বিশেষজ্ঞ -সদস্য;

(ঙ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ -সদস্য;

(৮) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ ও সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মালিক বা সুবিধাভোগী কোনো কর্মকর্তা হইবেন না।

(৯) বাছাই কমিটি উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন ৩ (তিন) জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনধিক ৩ (তিন) জনের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া নিয়োগ প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(১০) বিএফআইইউ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২৩। বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা হইবার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি।— (১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতার অগ্রাধিকারসহ—

(ক) সরকারের অর্থ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রমে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে সর্বমোট অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা; বা

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে সর্বমোট অন্যূন ২০(বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিএফআইইউ-এর প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগের অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি

(ক) নৈতিক স্খলন বা ফৌজদারী কোনো অপরাধের দায়ে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;

(খ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হন;

(গ) কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত বা চিহ্নিত হন;

(ঘ) দৈহিক ও মানসিক বৈকল্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; এবং

(ঙ) বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(৩) প্রধান কর্মকর্তা কর্মাবসানের পর ১ (এক) বৎসর কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

২৪। বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ ও অন্যান্য।— (১) প্রধান কর্মকর্তার সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকগণের মধ্য হইতে বিএফআইইউ এর একজন সার্বক্ষণিক উপ-প্রধান কর্মকর্তা নিয়োজিত হইবেন।

(২) বিএফআইইউ প্রধান কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে যথাসময়ে প্রধান কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৩) বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান কর্মকর্তা দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি গোপনীয় বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা, কর্মকর্তাদের দক্ষতা, সততা ও গোপনীয়তা রক্ষার মূল্যায়ন এবং বিএফআইইউ এর নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ প্রধান বরাবরে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

২৫। বিএফআইইউ এর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা।— (১) বিএফআইইউ এর জনবল প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে এবং তাহারা বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিবেন, তবে প্রধান কর্মকর্তা বিএফআইইউ এর কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্য কোনো সংস্থার নিকটও দক্ষ জনবল সরবরাহের অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্য সংস্থা হইতে বিএফআইইউতে নিয়োজিত কর্মকর্তার সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্বাহ করিতে হইবে।

(২)বাংলাদেশ ব্যাংক বিএফআইইউ এর নিকট হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বিএফআইইউ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে উহাকে প্রয়োজনীয় লোকবল, তহবিল, অফিস সামগ্রী (logistics) ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) প্রধান কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত উহার কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি বা কোনো

কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিএফআইইউতে পদায়ন করা যাইবে না।

(৪) বিএফআইইউতে নিয়োগের পূর্বে উহাতে নিয়োগযোগ্য কর্মকর্তার পূর্বপরিচয় (background check) এবং/বা নিরাপত্তা যাচাই (security clearance) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদন করিতে হইবে।

(৫) বিএফআইইউতে পদায়নযোগ্য কর্মকর্তাকে গোপনীয়তা রক্ষাসহ পেশাগত দক্ষতা ও সততা গুণসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৬) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিএফআইইউতে কাজ শুরু করিবার পূর্বে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-১' মোতাবেক গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৭) যদি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী গোপনীয়তা বা সততা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন বা কার্যে অবহেলা করেন, তাহা হইলে প্রধান কর্মকর্তা তাহার নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৮) বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা, বিএফআইইউ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের চাকুরীর ঝুঁকি বিবেচনাক্রমে সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

২৬। লেনদেন স্থগিত বা হিসাব অবরুদ্ধকরণ।— (১) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা(গ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিএফআইইউ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থায় রক্ষিত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা হিসাব অবরুদ্ধকরণ কার্যকর করিবে, যথা: —

(ক) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশে হিসাব বা হিসাবধারী সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত তথ্যের সন্নিবেশ করিতে হইবে;

(খ) প্রতিটি স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের মেয়াদ হইবে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং বিএফআইইউ একটি নির্দিষ্ট হিসাবের বিপরীতে নির্দিষ্ট কারণে একাধিক্রমে ৭ (সাত) বার পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদনের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থাপন করিতে হইবে; এবং

(ঘ) বিএফআইইউ একই হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন কারণে পৃথক পৃথক স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে স্থগিতাদেশের আওতাধীন হিসাবের স্থিতি হইতে হিসাব পরিচালন ব্যয় ও প্রযোজ্য সরকারি কর বা শুল্ক ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ ব্যয় বা উত্তোলন করা যাইবে না, তবে প্রচলিত হারে হিসাবের স্থিতির উপর সুদ বা মুনাফা হিসাবে জমাকৃত হইবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া অর্থ জমা করা যাইবে।

(৩) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে বিএফআইইউ কর্তৃক অবরুদ্ধকৃত হিসাবের স্থিতি হইতে হিসাব পরিচালন ব্যয় ও প্রযোজ্য সরকারি কর বা শুল্ক ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ ব্যয় বা উত্তোলন করা যাইবে না, তবে প্রচলিত হারে হিসাবের স্থিতির উপর সুদ বা মুনাফা হিসাবে জমাকৃত হইবে এবং উহাতে অন্য কোনো অর্থ জমা করা যাইবে না।

(৪) অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উক্ত হিসাবের স্থিতি ও উক্ত হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের (সন্দেহজনক হিসাবের ক্ষেত্রে) তথ্যাদি অবিলম্বে বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

(৫) বিএফআইইউ এর স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের ফলে নির্দোষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের পুনর্বিচেনার আবেদন করিলে বিএফআইইউ উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৬) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের বিষয়ে নির্দোষ তৃতীয় পক্ষের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য অন্যূন ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে একটি পুনর্বিবেচনা কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ বিবেচনাক্রমে প্রধান কর্মকর্তা স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৭) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রদান এবং তাহা প্রত্যাহারে প্রধান কর্মকর্তার অনুমোদন আবশ্যক হইবে এবং উপ-প্রধান কর্মকর্তা স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ বর্ধিত করিতে পারিবেন, তবে তাহা প্রধান কর্মকর্তাকে, সময় সময়, অবহিত করিতে হইবে।

২৭। **জরিমানা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।**— (১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা আইন, বিধিমালা বা বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে বিএফআইইউ উক্ত সংস্থার প্রধানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কারণ দর্শানোর নোটিশ গ্রহণ না করিলে, বা নির্ধারিত সময়ে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করিলে বা নোটিশের জবাব বিএফআইইউ এর নিকট গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত না হইলে বিএফআইইউ আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬),

(৭) এবং (৮) এর বিধানমতে জরিমানা আরোপ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) এর বিধানমতে কোনো সংস্থা ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইবার কারণে বিএফআইইউ উক্ত সংস্থা বা উক্ত সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত করিলে বিএফআইইউ কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার না করা অবধি উক্ত সংস্থা বা উক্ত সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে এবং নিবন্ধনকারী বা, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিলে, উক্তরূপ অবহিত হইবার এক মাসের মধ্যে নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ গৃহীত পদক্ষেপ বিএফআইইউকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করিবার জন্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মচারীর নিকট হইতে আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮) এর অধীন আরোপকৃত জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮) এর বিধানানুযায়ী আদায়কৃত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বা, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, অন্য কোনো ব্যাংকে রক্ষিত বিএফআইইউ-এর হিসাবে জমা রাখা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সমাপ্তিতে উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নির্দেশনা, যদি থাকে, সাপেক্ষে, সরকারি তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করিবার জন্য জরিমানার অর্থ আদায় করিবার সহিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক দোষী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা ০১(এক) মাসের মধ্যে বিএফআইইউকে অবহিত করিতে হইবে।

২৮। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বিএফআইইউ এর সম্পর্ক।— (১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ এবং বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরস্পরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূল্যায়ন বা তদারকি ব্যবস্থায় দ্বৈততা পরিহারে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ ও বিএফআইইউ যৌথভাবে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(৩) বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তাহা মূল্যায়নে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ ও বিএফআইইউ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সভা করিবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভায় উপস্থাপন করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদির ব্যবহার

২৯। বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন।— (১) তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউ হইতে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-২' মোতাবেক প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক উহা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিবেদন অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে এবং উক্ত কর্মকর্তাকে প্রতিবেদনটির গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের প্রয়োজন হইবে কিনা বা স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ

আদেশ বহাল থাকিলে উহা বর্ধিত করিতে হইবে কিনা তাহা দ্রুত নিরূপণ করিবেন এবং অবরুদ্ধকরণের আবশ্যকতা থাকিলে উপযুক্ত আদালতের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএফআইইউ হইতে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বা বিদ্যমান স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের কার্যকরতা সমাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) দিন পূর্বে (যাহা পূর্বে হয়) তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউকে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৩' এর মাধ্যমে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থায় পরিচালিত হিসাব অবরুদ্ধকরণ বা লেনদেন স্থগিতাদেশের বা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করিবে।

(৪) তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করা যাইবে না এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিএফআইইউ এর কোনো কর্মকর্তাকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা যাইবে না।

(৫) অনুসন্ধান বা তদন্তের পর্যায়ে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদালতের ভিন্নরূপ আদেশ না থাকিলে এবং আদালতের আদেশ প্রাপ্তিতে জটিলতা তৈরি হইলে বা বিলম্ব হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের তথ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত তদন্তকারী সংস্থা তাহার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৪' মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিএফআইইউকে অনুরোধ করিবে।

৩০। বিএফআইইউ এর মাধ্যমে বিদেশি ফিনানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।— (১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তকালে কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা সত্তার সম্পৃক্ততা উদ্‌ঘাটিত হইলে তদন্তকারী সংস্থা অভিযুক্ত বিদেশি ব্যক্তি বা সত্তার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৫' মোতাবেক বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বিএফআইইউ বরাবরে অনুরোধ করিবে এবং এই উপ-বিধির আওতায় বাংলাদেশি ব্যক্তি বা সত্তার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে 'ফরম-৫' মোতাবেক বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বিএফআইইউ বরাবরে অনুরোধ করিবে।

(২) বিএফআইইউ এর মাধ্যমে বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের গোপনীয়তা কঠোরভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং কোনো ভাবেই বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন তদ্‌কর্তৃক অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের আবশ্যকতা বা উপলক্ষ তৈরি হইলে তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউ এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারী এফআইইউ এর অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৩১। **অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলার কার্যক্রম বিএফআইইউকে অবহিতকরণ।**—তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য যথা-প্রাথমিক পর্যালোচনা বা অনুসন্ধান, মামলা দায়ের, তদন্ত, অভিযোগনামা দাখিল, বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৬' মোতাবেক বিএফআইইউকে অবহিত করিবে এবং তদন্তকারী সংস্থা নিজ উৎস হইতে বা অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করিলে উহার তথ্য যথা-মামলা দায়ের, তদন্ত, অভিযোগনামা দাখিল, বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৬' মোতাবেক বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব

৩২। **রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (Regulatory Authority) দায়-দায়িত্ব।**— (১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন, লাইসেন্স বা ব্যবসার অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে 'বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ম্যাকানিজম' (market entry control mechanism) বাস্তবায়ন করিবে যাহার মাধ্যমে—

(ক) কোনো অপরাধী বা তাহাদের সহযোগী যাহাতে কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা উহা নিয়ন্ত্রণে বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ সুবিধাভোগী হিসাবে জড়িত হইতে না পারে তাহা নিশ্চিত করিবে;

(খ) 'বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ম্যাকানিজম' বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএফআইইউ, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে বা প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করিবে; এবং

(গ) 'বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ম্যাকানিজম' উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং কোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নবায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশে কোনো 'শেল ব্যাংক' স্থাপন বা উহার কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৩) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাধীন সংস্থার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের (monitoring) জন্য স্ব স্ব সংস্থায় একটি নির্দিষ্ট উইং বা সেকশন, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, প্রতিষ্ঠা করিবে এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে

অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একজন 'মুখ্য যোগাযোগ কর্মকর্তা' মনোনীত করিবে।

(৪) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৫) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উহার আওতাধীন সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট খাতের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি নিরূপণে বিএফআইইউ এর উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং সময় সময় বা আবশ্যকতার ভিত্তিতে তাহা পুনর্মূল্যায়ন করিবে এবং ঝুঁকি মোকাবেলার পদ্ধতি বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত থাকিবে।

(৬) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) এবং ধারা ২৫ এর উপ-ধারা ২(খ) এর অধীন বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৭) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাধীন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রেরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার আলোকে নির্দেশনা প্রদান, সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত করিতে সহায়ক গাইডলাইন ও ফিডব্যাক প্রদান করিবে এবং উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন তদারকি করিবে।

(৮) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন বা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

(৯) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে (Association) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখিবার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(১০) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো নির্দেশনা জারির পূর্বে আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এতদসংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার সহিত উহার সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং বিএফআইইউ-এর নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিএফআইইউকে উহা অবহিত করিবে।

(১১) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়মিত পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং এর সময় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রাখিবে।

(১২)নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়মিত পরিদর্শনে বা মনিটরিং এ আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো বিধান লংঘন উদ্‌ঘাটিত হইলে বা করিলে, আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিএফআইইউকে অবহিত করিবে এবং আইনের ধারা ২৩

এর বিধান, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, এতদসংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনের ব্যর্থতা উদ্‌ঘাটিত হইলে বা কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম উদ্‌ঘাটিত হইলে তাহা বিএফআইইউকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(১৩) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রধানের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে।

(১৪) অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী বা নিবন্ধনকারী সংস্থা তাহাদের আওতাধীন কোনো সংস্থা যদি—

(ক) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন করে বা সংস্থাটিকে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে;

(খ) সম্পদ জব্দকরণ প্রক্রিয়া পরিহার করে অথবা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের পন্থা হিসাবে অপব্যবহৃত হয়; বা

(গ) বৈধ উদ্দেশ্যে গৃহীত তহবিল গোপনে সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সংস্থাকে সুবিধা প্রদানে ব্যবহার ইত্যাদি

উদ্‌ঘাটিত হয়; তাহা হইলে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী বা নিবন্ধনকারী সংস্থা অবিলম্বে উহা বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

(১৫) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিএফআইইউ এর যাচনার সূত্রে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য এবং সহায়ক দলিলাদি বিএফআইইউ বরাবর সরবরাহ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠনের দায়-দায়িত্ব

৩৩। স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠনের দায়িত্ব।— আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠন নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিএফআইইউকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান;

(খ) উহার সদস্যদের কার্যক্রম, তদ্‌কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি রহিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার নিমিত্ত, সময় সময়,

বিএফআইইউ-এর সহায়তায় ঝুঁকি নিরূপণ;

(গ) উহার আওতাধীন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রেরণ, নির্দেশনা প্রদান, সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত করিতে সহায়ক গাইডলাইন ও ফিডব্যাক প্রদান এবং উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন বা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঙ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অপরিপালিত বিষয় বা কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হইলে, তৎসম্পর্কে তথ্য বিএফআইইউকে সরবরাহ; এবং

(চ) বিএফআইইউ হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বিএফআইইউকে সরবরাহকরণ।

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য বিনিময়

৩৪। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাধারণ ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়।**— (১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাদের নিকট সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিএফআইইউকে সরবরাহ করিবে এবং এইরূপ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:—

(ক) তথ্য প্রাপ্তির জন্য বিএফআইইউ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তথ্য প্রয়োজন উহার নিকট লিখিতভাবে অধিযাচন পত্র প্রেরণ করিবে;

(খ) বিএফআইইউ এর অধিযাচন পত্রে যাচিত তথ্য বা দলিলের বিবরণ, উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও দলিলের সম্ভাব্য ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ থাকিবে।

(২) যদি কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে উপ-বিধি (১) এ অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করা হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে বিএফআইইউ বিষয়টি জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৩) আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাদের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করিয়া স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাহাদের নিকট সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্য বিএফআইইউকে সরবরাহ করিবে।

৩৫। বিদেশি অনুরূপ পক্ষের (Counterpart) সহিত তথ্য বিনিময়ের সাধারণ নীতি।— বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো বিদেশি এফআইইউ এর সহিত তথ্য বিনিময় বা বাংলাদেশের অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সহিত আইনে বর্ণিত অপরাধ বা সম্পৃক্ত অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবে;

(খ) বিনিময়কৃত তথ্য যাহাতে ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাহিরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হয় উহা অনুরোধকারী পক্ষ নিশ্চিত করিবে;

(গ) যদি বিদেশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দফা (ক) বা (খ) এর বিধান পরিপালনে ইতঃপূর্বে ব্যর্থতার নজির থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে তথ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে;

(ঘ) যেক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে এবং সময়োপযোগী পন্থায় বিস্তৃত পরিসরে বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সহিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিবে; এবং

(ঙ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও বিদেশি অনুরূপ পক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার ও উহার উপযোগিতা সম্পর্কে যথাসময়ে পরস্পরকে অবহিত করিবে।

৩৬। **কতিপয় কারণে তথ্য বিনিময়সহ অন্যান্য সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করা।**—উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কারণে বিদেশি অনুরূপ পক্ষের তথ্য বিনিময়সহ অন্যান্য সহায়তায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবে না, যথা:—

(ক) অনুরোধকৃত বিষয়টির সহিত আর্থিক বিষয় সম্পৃক্ত থাকিবার কারণে;

(খ) আইন অনুযায়ী কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার গোপনীয়তা বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তার কারণে, তবে আইনি পেশার প্রাধিকার বা আইনি পেশার গোপনীয়তা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) বাংলাদেশে কোনো মামলার অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবার কারণে, যদি উক্তরূপ সহায়তা প্রদানের ফলে অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়; বা

(ঘ) অনুরোধকারী কর্তৃপক্ষের প্রকৃতি বা মর্যাদা (দেওয়ানী, প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগকারী ইত্যাদি) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রকৃতি বা মর্যাদা হইতে ভিনরূপ হইবার কারণে।

৩৭। **বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা**।—তথ্যের গোপনীয়তা ও উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার অনুরোধ ও বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে এইরূপে প্রাপ্ত অনুরোধ বা বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে যেইরূপে স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

৩৮। **তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি**।—অনুরোধকারী কর্তৃপক্ষ বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা কার্যকরভাবে রক্ষা করিতে না পারিবার নজির থাকিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।

৩৯। **পরিদর্শন ও অনুসন্ধান পরিচালনা**।—বিদেশি পক্ষের অনুরোধ সূত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবে এবং পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি বিনিময় করিতে পারিবে।

৪০। **বিএফআইইউ এবং বিদেশি এফআইইউ বা অনুরূপ পক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং বিদেশি এফআইইউ এর সহিত তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে, আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অধীন বিএফআইইউ 'এগমন্ট গ্রুপ এর তথ্য বিনিময়ের নীতি' অনুসরণ করিবে।

(২) বিএফআইইউ তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সর্বাধিক নিরাপদ ও কার্যকর মাধ্যম ব্যবহার করিবে।

(৩) বিএফআইইউ বিদেশি এফআইইউ এর ধরণ নির্বিশেষে আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত তথ্য 'পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের নীতি (reciprocity)' অনুসরণপূর্বক বিনিময় করিতে পারিবে।

(৪) বিএফআইইউ অনুরোধের সূত্রে বা স্বতঃপ্রণোদিত বিদেশি অনুরূপ পক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার বা সরবরাহকৃত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিষয়ে বিদেশি পক্ষকে ফিডব্যাক প্রদান করিবে।

(৫) বিদেশি অনুরূপ পক্ষের নিকট সহায়তার অনুরোধ করিবার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ যতদূর সম্ভব অনুরোধকৃত ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত পরিচয়, প্রাপ্য তথ্য বা সহযোগিতার ধরন, যাচিত তথ্যের

ব্যবহার বা যাচিত সহযোগিতার উদ্দেশ্য, গোপনীয়তা রক্ষার উপায় বা পদ্ধতি এবং 'পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের নীতি (reciprocit)' অনুসরণ করিবার বিষয়টি অনুরোধপত্রে উল্লেখ করিবে।

৪১। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়।— (১) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারণকৃত তথ্যসহ অভ্যন্তরীণভাবে উহার নিকট রক্ষিত তথ্য বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক বিদেশি অনুরূপ পক্ষের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিনিময় করিতে পারিবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিশেষত একই গ্রুপে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর যৌথ দায় রহিয়াছে এমন অন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ বিনিময় করিতে পারিবে, যথা:

(ক) নিয়মন কার্যের (regulatory) তথ্যাদি, যথা- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য এবং আর্থিক খাত সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য।

(খ) সুবিবেচনা প্রসূত নিয়মন কার্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি (prudential information), নির্দিষ্ট অর্থে মূলনীতির তত্ত্বাবধায়কদের (Core Principles Supervisors) সংক্রান্ত তথ্যাদি, যথা-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, প্রকৃত সুবিধাভোগী, ব্যবস্থাপনা, এবং মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপযুক্ততা ও সঠিকতা (fit and properness) বিষয়ক তথ্য; এবং

(গ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি, যথা-মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি, গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তথ্য, গ্রাহকের রেকর্ড, হিসাবের নমুনা ও লেনদেন বিষয়ক তথ্য।

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক অনুরূপ পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাহাদের পক্ষে পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৪) যদি আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে অনুরোধকারী আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়কদের সঠিক তথ্য রিপোর্ট করিতে বা জানাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিনিময়কৃত তথ্য বিতরণের বা তত্ত্বাবধান এবংঅন্য কোনো কারণে ব্যবহারের আগাম অনুমোদন রহিয়াছে কিনা অনুরোধকারী আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়কগণ তাহা নিশ্চিত করিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অনুরোধকারী আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়ক অবিলম্বে এইরূপ বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অনুরোধকৃত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

৪২। **আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়।**— (১) তদন্তকারী সংস্থা মানিলন্ডারিং, সম্পৃক্ত অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে সহজলব্ধ গোয়েন্দা তথ্য বৈদেশিক অনুরূপ পক্ষ (counterpart)-এর সহিত বিনিময় করিতে পারিবে।

(২)তদন্তকারী সংস্থা বৈদেশিক সহায়ক পক্ষের ব্যবহৃত তদন্ত কৌশলসহ দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং ইন্টারপোল, ইউরোপোল বা ইউরোজাস্ট ও স্বতন্ত্র দেশের মধ্যে চুক্তির ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত সহায়তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা বা প্রচলিত রীতির পক্ষে তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত পরিচালনা করিতে অনুরোধকৃত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

৪৩। **অনুরূপ পক্ষ নয় এমন ক্ষেত্রে তথ্য বিনিময়।**— (১) বিধি ৪২ এর নীতি প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুরূপ পক্ষ নয় এমন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তথ্য বিনিময় করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ অনুরোধের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং যাহার পক্ষে অনুরোধ করা হয়েছে উহা উল্লেখ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

অনুসন্ধানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব

৪৪। প্রাথমিক পর্যালোচনা।—আইনের ধারা ২ এর দফা (শ)-এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধ প্রতিরোধ বা অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অনুসন্ধানকারী সংস্থা উক্ত অপরাধ সংঘটনে অর্থের ব্যবহার বা উক্ত অপরাধ হইতে কোনো আয় হইয়াছে কিনা তাহা পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করিবে, এবং উহাতে মানিলন্ডারিং এর কোনো আলামত পরিলক্ষিত হইলে, এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অনুসন্ধানকারী সংস্থা আইন অনুসারে মানিলন্ডারিং অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, আইন ও এই বিধিমালার আলোকে মানিলন্ডারিং অপরাধেরও অনুসন্ধান পরিচালনা করিবে।

৪৫। অনুসন্ধানের নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থায় নথি প্রেরণ।—বিধি ৪৪ এ উল্লিখিত বিষয়ে আইন মোতাবেক মানিলন্ডারিং অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে, এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত 'তালিকা-১' এ উল্লিখিত অনুসন্ধানের এর জন্য নির্ধারিত সংস্থার নিকট বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার নিমিত্ত প্রেরণ করিবে।

৪৬। **প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি।**—(১) আইনে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগ যাচাই-বাছাই এর জন্য অনুসন্ধানকারী সংস্থা উহার প্রধান কার্যালয়,

বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কমিটি ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) অনুসন্ধানকারী সংস্থা, আদেশ দ্বারা, এই বিধির অধীন গঠিত কমিটি, সময় সময়, বাতিল বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

৪৭। **যাচাই-বাছাই পদ্ধতি**।— (১) প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রাথমিক তথ্য যাচাই-বাছাই এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা যাচাই বাছাই কমিটি প্রাথমিক তথ্য বা অভিযোগের সমর্থনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিবেচনা করিবে এবং কোন্ কোন্ প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং যে সকল প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের আপাত সত্যতা বা যথার্থতা পাওয়া যাইবে না, সেই সকল প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগসমূহের পৃথক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রত্যেক জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা গঠিত যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের তারিখ হইতে অন্যূন ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৪) অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সরাসরি প্রাপ্ত অথবা জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় হইতে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগসমূহ সংস্থার বা কমিশনের প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদিত ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি উক্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থার কমিশনের প্রধান এর নিকট অথবা সংস্থার কমিশনের প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিবেন।

৪৮ ।যাচাই-বাছাই এর সময়সীমা ।—যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অন্যূন ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তবে প্রাথমিক তথ্য বা অভিযোগের সংখ্যা, গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই সময়সীমা অন্যূন ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

৪৯। অনুসন্ধান।— **(১)** অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান বা কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধানের বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন এবং আলোচ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মানব সম্পদ কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায় হইতে দুই ধাপের নিম্নে হইবেন না।

(২) অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী সংস্থা নিজস্ব সংস্থায় বিদ্যমান প্রথা ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবে, তবে অনুসন্ধানকালে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত কোনো গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রয়োজন হইলে বিএফআইইউ বরাবর পত্র বা ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিবে।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিয়া নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তাহার তদারককারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩)-এ উল্লিখিত অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে, অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস সম্পন্ন হইবার পূর্বেই তাহার তদারককারী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং তদারককারী কর্মকর্তার নিকট আবেদনের বিষয় যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তিনি অনধিক ১৫(পনের) কার্যদিবস পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ বর্ধিতকরণের বিষয়টি সংস্থার প্রধানকে অবহিত করিবেন, তবে উক্ত সংস্থার প্রধান যৌক্তিক বিবেচনা করিলে অনুসন্ধানের সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধি অনুসারে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে উক্ত সংস্থায় বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসারে চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত না হইলে সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সংস্থার অপর একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই বিধি অনুসারে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিবেন।

(৭) এই বিধির অধীনে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না তাহা তদারকির জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে একজন উপযুক্ত তদারককারী কর্মকর্তাও নিয়োগ করিতে হইবে এবং তদারককারী কর্মকর্তা সংস্থার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনুসন্ধান কার্যক্রম তদারক করিবেন।

দশম অধ্যায়

অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক, জব্দকরণ এবং এই ধরনের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

৫০। সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ এবং অন্যান্য।— (১) আইনের ধারা ১৪ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদালত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেখানেই হোক,

(ক) মানিলন্ডারিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি,

(খ) মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত মাধ্যম (instrumentalities) বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত মাধ্যম বা অনুরূপ মাধ্যম হইতে উদ্ভূত কোনো অর্থ বা সম্পত্তি, বা

(গ) সমমূল্যের সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) যদি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দোষ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যে সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিমের বিপরীতে শর্তাধীনে (Subject to charge) রহিয়াছে, আদালত প্রথমে উক্ত সম্পত্তি হইতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পত্তির উপর অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ জারি করিবে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে আদালত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্যের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের (Corresponding Value) অর্থ বা সম্পত্তির উপর অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ জারি করিবে।

(৩) আইনের ধারা ১৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদালত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেখানেই হোক,

(ক) মানিলন্ডারিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি,

(খ) মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায় এ ব্যবহৃত মাধ্যম (instrumentalities) বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত মাধ্যম বা অনুরূপ মাধ্যম হইতে উদ্ভূত কোনো অর্থ বা সম্পত্তি, বা

(গ) সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ জারি করিতে পারিবে ।

(৪) যদি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দোষ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যে সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিমের বিপরীতে শর্তাধীনে (Subject to charge) রহিয়াছে, আদালত প্রথমে উক্ত সম্পত্তি হইতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পত্তির উপর অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ জারি করিবে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে আদালত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্যের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের (Corresponding Value) অর্থ বা সম্পত্তির উপর বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ জারি করিবে।

(৫) আদালত কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে, উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসক উক্ত বাজেয়াপ্ত আদেশ কার্যকর করিবে ।

(৬) যদি আইনের ধারা ২১ এর অধীন কোনো ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর প্রথম তফসিলের আদেশ ৪০ এর বিধি ২, ৩, ৪ ও ৫ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৭) ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি জমি, কৃষি ব্যবহার, বাড়ি বা ফ্ল্যাট ইত্যাদি ভাড়া প্রদান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক যানবাহন পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট আদালতে হিসাব দাখিল করিবেন।

একাদশ অধ্যায়

তদন্তকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব

৫১। **তদন্ত।**— (১) তদন্তকারী সংস্থা অনুসন্ধানান্তে নিজস্ব সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবে, তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইলে এবং পরবর্তীতে যৌথ তদন্ত দল গঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হইলে, বিএফআইইউকে তাহা লিখিতভাবে অনুরোধ করিবে।

(২) এই বিধির অধীন তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না তাহা তদারকির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে একজন উপযুক্ত তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে এবং তদারককারী কর্মকর্তা নিজ সংস্থার নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত কার্যক্রম তদারক করিবেন।

(৩) তদন্তকারী সংস্থা মামলার সফল পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে আদালতে অভিযোগনামা দাখিলের পূর্বে উক্ত অভিযোগনামা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের নিমিত্ত নিজস্ব আইনজীবী অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর এর পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজস্ব সংস্থায় বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্তির তারিখ হইতে অন্যূন ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিয়া তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট নিয়মানুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভবপর না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ৬০(ষাট) কার্যদিবস সম্পন্ন হইবার পূর্বেই তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তিনি অন্যূন ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন, তবে আদালতের নিকট তদন্তকারী কর্মকর্তার

আবেদন গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হইলে আদালত যৌক্তিক সময় পর্যন্ত তদন্তের সয়মসীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধিমালায় বর্ণিত সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত কারণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধিমালা অনুসারে সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে উক্ত সংস্থার চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) এই বিধিমালার অধীন কোনো অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দৈনিক ভিত্তিতে তাহার তদন্তকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) অনুযায়ী তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কেস ডায়েরি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরির অনুলিপি অভিযোগনামা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৯) মানিলন্ডারিং অপরাধ বিষয়ক তদন্ত চলাকালে তদন্তকারী সংস্থার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীসহ মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে বক্তব্য পেশ করা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫২। **আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ**।— (১) আইনে উল্লিখিত অপরাধের তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের অনুমতি প্রদানের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বলিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষেত্রে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঙ) এ সংজ্ঞায়িত কমিশন এবং এই বিধিমালার তফসিলের 'তালিকা-১' এ উল্লিখিত অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, সংস্থার প্রধানকে বুঝাইবে।

(২) মানিলন্ডারিং অপরাধের অভিযোগ তদন্তের পর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, বিচার সুপারিশ করিয়া উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ১২ অনুযায়ী উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তকারী সংস্থার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে

এবং এইরূপ অনুমোদনপত্রের একটি কপি আদালতে দাখিল করা না হইলে আদালত অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(৩) মানিলন্ডারিং অপরাধ বিষয়ে কোনো অভিযোগ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি আদালতে দায়ের করা যাইবে না:

তবে, শর্ত থাকে যে, যদি কোনো উপযুক্ত আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী উক্ত অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত অভিযোগ কোনো তদন্তকারী সংস্থার কার্যালয়ে করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে আদালত অভিযোগটি গ্রহণ করিয়া উহা তদন্তের জন্য তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কোনো কারণে তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত অনুমোদন পত্রের কপি সংযুক্ত করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পাইবার পর পরই সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানকে সম্বোধন করিয়া পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন চাহিতে পারিবেন।

৫৩। **যুগপৎ তদন্ত।**—তদন্তকারী সংস্থা একই সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ ও সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে উদ্ভূত মানিলন্ডারিং অপরাধের যুগপৎ অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

৫৪। **যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত।**— (১) কোনো তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধে বা প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে বিএফআইইউ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, এই বিধিমালার তফসিলের 'তালিকা-১' এ উল্লিখিত একাধিক তদন্তকারী সংস্থার সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রধান করিয়া একটি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দল গঠন করিবে।

(২) বিএফআইইউ এইরূপ অনুসন্ধান বা তদন্ত দল গঠন করিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ বিএফআইইউ এর চাহিদা মোতাবেক উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা মনোনয়ন, মামলার সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) তদন্ত পরিচালনাকালে যদি কোনো তদন্তকারী সংস্থার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এইরূপ সম্পৃক্ত অপরাধের সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে তাহা হইলে বিএফআইইউ কে অবহিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় অভিযোগটি প্রেরণ করিবে, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যৌথ তদন্ত দল গঠন করিবার জন্য বিএফআইইউকে অনুরোধ করিবে।

(৪) যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দলের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়নের অনুরোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউকে মনোনীত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য অবহিত করিবে।

(৫) যৌথ তদন্তের ক্ষেত্রে যে সংস্থা হইতে তদন্ত দলের প্রধান মনোনীত হইবে সেই সংস্থার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৬) যৌথ তদন্তের ক্ষেত্রে যে সংস্থা তদন্ত দলের প্রধান মনোনীত হইবে সেই সংস্থা হইতে তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে যিনি বিধি ৫১ এর উপ-বিধি (২) মোতাবেক দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫৫। **বিশেষ তদন্ত পদ্ধতি অনুসরণ।**—যেহেতু মানিলন্ডারিং একটি আন্তর্রাষ্ট্রীয় ও সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির অপরাধ, সেহেতু তদন্তকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনে বিশেষ তদন্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৫৬। **বিধিমালার ইংরেজি পাঠ প্রকাশ।**— (১) এই বিধিমালা জারির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৫৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।** (১) "Money Laundering Prevention Rules, 2013 (SRO No. 357-Law/2013)", অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

তফসিল

[আইনের ধারা ২(ঠ) এবং বিধি ২(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

তালিকা-১

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সংস্থা [১]

ক্রমিক	সম্পৃক্ত অপরাধ	সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সংস্থা
০১	দুর্নীতি ও ঘুষ	দুর্নীতি দমন কমিশন
০২	মুদ্রা জালকরণ	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৩	দলিল দস্তাবেজ জালকরণ	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৪	চাঁদাবাজি	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৫	প্রতারণা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৬	জালিয়াতি	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৭	অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৮	অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৯	চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা	বাংলাদেশ কাস্টমস, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১০	অপহরণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা ও পণবন্দী করা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১১	খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১২	নারী ও শিশু পাচার	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৩	চোরাকারবার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৪	দেশি ও বিদেশি মুদ্রা পাচার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৫	চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ

১৬	মানব পাচার	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ

১৭	যৌতুক	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৮	চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৯	কর সংক্রান্ত অপরাধ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০	মেধাস্বত্ব লংঘন	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২১	সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২২	ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৩	পরিবেশগত অপরাধ	পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৪	যৌন নিপীড়ন (সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন)	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৫	পুঁজিবাজার সংক্রান্ত অপরাধ (ইনসাইডার ট্রেডিং এন্ড মার্কেট ম্যানিপুলেশন)	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
২৬	সংঘবদ্ধ অপরাধ	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৭	ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ

[১](ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধসমূহের মধ্যে যেই সকল অপরাধ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিল মোতাবেক তদন্তের দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং অপরাধের তদন্ত দুদক কর্তৃক পরিচালিত হইবে;

(খ) যৌথ তদন্ত দল গঠন আবশ্যক হইলে আইনের ধারা ৯ এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে এবং যৌথ তদন্ত কার্যক্রমে বিধি ৫৪ অনুসরণীয় হইবে;

(গ) তালিকা-১ এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে যেই সকল অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত সেই সকল অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ কর্তৃক সম্পাদনীয় বিধায় বাংলাদেশ পুলিশের সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং কেইসটি তদন্তের জন্য যথাযথ নথিসহ অপরাধ তদন্ত বিভাগে প্রেরণ করিবে; এবং

(ঘ) তালিকায় উল্লিখিত মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা এই আইনের ধারা ৫, ৬, ৭ ও ৮ উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধসমূহও তদন্ত করিবে।

ফরম-১

[বিধি ২৫ উপ-বিধি (৬) দ্রষ্টব্য]

গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারপত্র

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এ কর্মরত থাকা অবস্থায় আমার কর্মপরিধি ও পদ্ধতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল তথ্য গোপনীয় মর্মে বিবেচনা করিব এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন ও এই আইন দুইটির আওতায় জারিকৃত বিধিমালা, সার্কুলার, সার্কুলার লেটার, গাইডলাইন্স ও বিএফআইইউ ম্যানুয়াল এর নির্দেশনার বাহিরে বা বিএফআইইউ এর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কাহারো নিকট তাহা প্রকাশ করিব না।

২। বিএফআইইউ এর কর্মসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বা দলিলাদি কোনো অবস্থাতেই আমার ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বা সুবিধা আদায়ের জন্য ব্যবহার করিব না।

৩। বিএফআইইউ হইতে কর্মাবসানের ক্ষেত্রে (বদলি, অবসর গ্রহণ, চাকুরীচ্যুতি যাহাই হোক না কেন) আমার নিকট রক্ষিত সকল তথ্য বা দলিলাদি (সফ্‌ট কপি বা হার্ড কপি) ফেরত প্রদান করিব বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএফআইইউ এর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদনের সূত্রে ধ্বংস করিব।

৪। বিএফআইইউ হইতে কর্মাবসানের (বদলি, অবসর গ্রহণ, চাকুরীচ্যুতি যাহাই হোক না কেন) পর আমি বিএফআইইউ এর কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করিব না।

স্বাক্ষর:

সাক্ষী :

০১।..... নাম:

..... পদবি:

..... এসএপি নম্বর বা পরিচিতি নম্বর:

০২। .....

.....

.....

ফরম-২

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদন

তারিখ :----------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত বিবরণ

নাম: ----------

ঠিকানা: ----------

--- ----------

------ ----------

২। পিতার নাম: ----------

৩। মাতার নাম: ----------

৪। সন্দেজনক ব্যক্তি বা সত্তার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত বিবরণ:

---

৫ বিশ্লেষিত তথ্য বা দলিল (উৎসসহ): ----------

৬। সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা (যদি থাকে):----------

৭। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা (যদি থাকে):----------

৮। কেইসটির সংক্ষিপ্তসার: ----------

৯। ভবিষ্যত তদন্তের জন্য ইঙ্গিত: ----------

১০। সহায়ক দলিলাদির তালিকা: ----------

বিএফআইইউ
-এর
গোল সিল

ফরম-৩

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক হিসাব অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণের অনুরোধপত্র

তারিখ----------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার নাম ----------

ঠিকানা ----------

পিতার নাম: ----------

মাতার নাম: ----------

হিসাব নং: ----------

যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী, ইত্যাদিতে রক্ষিত হিসাব অবরুদ্ধ বা স্থগিত করা হইতেছে : ----------
---

মামলার তদন্ত/অনুসন্ধানের অবস্থা: ----------

বর্তমান অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণ আদেশের (যদি থাকে) মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ :----------

অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণের প্রার্থিত সময়কাল: ----------

২। মানিলন্ডারিং (সম্পৃক্ত অপরাধসহ) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সন্দেহের সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত কারণ (যদি কেইসটি নিজস্ব উদ্যোগে গৃহীত হয়):

[দ্রষ্টব্য: চলমান আদেশ মেয়াদোত্তীর্ণের অন্তত ০৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে অনুরোধপত্র বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করিতে হইবে]

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

ফোন:

তদন্তকারী সংস্থার নাম:

ই-মেইল:

ফরম-৪

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (৫) দ্রষ্টব্য]

বিএফআইইউ এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্য সংগ্রহের অধিযাচনপত্র

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার নাম ----------

ঠিকানা ---------- -----

জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/জন্ম নিবন্ধন নম্বর:----------

জন্ম তারিখ:----------

পিতার নাম: ----------

মাতার নাম: ----------

হিসাব নং: ----------

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী, ইত্যাদি: ----------

মামলার অনুসন্ধান বা তদন্তের বর্তমান অবস্থা: ----------

যাচিত তথ্যের বিবরণ:----------

২। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সন্দেহের কারণ (যদি কেইসটি নিজস্ব উদ্যোগে গৃহীত হয়):

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

ফোন:

তদন্তকারী সংস্থার নাম:

ই-মেইল:

ফরম-৬

[বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য]

অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলার কার্যক্রম বিএফআইইউকে অবহিতকরণ

ক্রমিক	সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা সত্তার নাম এবং ঠিকানা	সন্দেহজনক অপরাধ বা সম্পৃক্ত অপরাধ	বিএফআইইউ বা অন্য কোনো সংস্থায় প্রেরণের সূত্র নং ও তারিখ	গৃহীত ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	প্রয়োজনীয় সহায়তার ধরন/মন্তব্য

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী সংস্থার নাম:

ফোন/ফ্যাক্স:

ইমেইল:

প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তা: